

বুলেটিন নং: ৩৪  
বর্ষ: ১১, সংখ্যা: ৩  
প্রকাশ কাল: ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৫  
অভ্যন্তরীণ মূল্য: ১০ টাকা S 5

ইউপিডিএফ-এর ওয়েবসাইট  
www.updfcht.org  
Email: updfcht@yahoo.com

# THE SWADHIKAR স্বাধিকার

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর মুখপত্র

স্বাধিকার কিনুন  
স্বাধিকার পড়ুন  
আন্দোলনে সামিল হোন

## মাজলঙে সেনাদের প্রমোশনের বলি নিরীহ লোকজন

নিরীহ লোকজন ধরে তাদের হাতে পুরোনো অকেজো বন্দুক গুলে দিয়ে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা কিছু কিছু সেনা কমান্ডারের জন্য বর্তমানে ফেভারিট পাসটাইম হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রমোশন পাওয়ার জন্যই এভাবে নিরীহ লোকজনকে বলি দেয়া হচ্ছে।

সংবাদপত্রগুলোও অতি উৎসাহের সাথে সেনা কর্মকর্তাদের সরবরাহ করা এইসব রিপোর্ট ছাপিয়ে থাকে। তৃতীয় কিংবা নিরপেক্ষ সোর্স থেকে ঘটনার সত্যতা যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করে না। এভাবে রিপোর্ট ছাপানোর একটাই উদ্দেশ্য। আর তা হলো পার্বত্য চট্টগ্রামকে সন্ত্রাসীদের আখড়া হিসেবে উপস্থাপন করে সেনাবাহিনীর চলমান ও বর্ধিত উপস্থিতিতে জায়েজ করা।

এখানে দু'টি উদাহরণ দেয়া হল।

**ঘটনা - ১**  
**ডেইলী স্টার রিপোর্ট:**  
২ জুলাই ইংরেজী মৈনিক ডেইলী স্টার এক

রিপোর্টে জানায়, "সেনা সদস্যরা গতকাল মাজলং থেকে দুইটি আওয়াজ, গোলা বারুদ ও টাকা পরাসালহ ৭ জন আদিবাসীকে গ্রেফতার করেছে। "সংবাদ পেয়ে বাখাইহাট জোনের একটি সেনা টহল দল এলাকায় হানা দিয়ে তাদেরকে আটক করে। তাদের কাছ থেকে একটি রাইফেল, একটি রিভলবার, গোলাবারুদ এবং দেশীয় ও বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যায়।

"আটককৃতদের দু'জন হলেন ইমেজ চাকমা, ৩০, এবং সুগত চাকমা, ২৮। অন্যদের পরিচয় এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি।"

**আসলে যা ঘটেছে:**  
৩০ জুনের রাতে বাখাইহাট জোনের (২০ বেসল) সেনা সদস্যরা পুরো মাজলং বাজার এলাকা ঘিরে ফেলে। পরদিন ভোরে প্রত্যেকটি বাড়িঘর ও দোকানে তলপাশী চালায়। তবে তলপাশীর সময় বেআইনী কোন কিছু উদ্ধারে সেনারা ব্যর্থ হয়। সেনা সদস্যরা এলাকার বৌদ্ধ মন্দিরেও ছুতা পায়ে ঢুক তলপাশী চালায়। বাধা নিলেও এতে কোন কাজ হয়নি।

তলপাশীর পর সেনারা বাজারের ভিসিআর হলে (এখানে মিল্লু দেখানো হয়) গ্রামের সমস্ত যুবক ও মধ্য বয়সী পুরুষদের জড়ো করে।

আর্মিদের সাথে ছিল মুখোশ পরা একজন লোক। সেও সেনা পোষাকে সজ্জিত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকজন তাকে ঠিকই চিনতে পেরেছিল। সে জনসংহতি সমিতির একজন সশস্ত্র সদস্য। সেনারা তার অস্ত্র নির্দেশেই ২ ইউপিডিএফ কর্মী ও অপর ৫ সমর্থককে গ্রেফতার করে এবং ২০ জন গ্রামবাসীকে মারধর করে।

ঐদিন ছিল হাট বার। সেনারা আটককৃতদের হাতে দুইটি পিস্তল, একটি রাইফেল গুলে দিয়ে বাজারে ঘোরায় এবং এটাকে তাদের সাফল্য হিসেবে উপস্থাপন করে।

**আটককৃত ইউপিডিএফ সদস্যদের পরিচিতি:**  
গ্রেফতারকৃত ইউপিডিএফ সদস্যরা হলেন সুগত চাকমা (৩৪) পিতা বাঘা চাকমা, গ্রাম হেদারা ছড়া, বঙ্গলতলী ইউনিয়ন, ধানা বাখাইছড়ি এবং

৭ম পাতায় দেখুন

## মাচালঙে কন্ননার অপহরণকারী লেঃ কেবদোস।

স্বাক্ষর করেন না। ছিল উইলিয়াম ফেরারেলস সেনী কন্ননা চাকমার অপহরণকারী লেঃ কেবদোস। এখনো বাংলাদেশে সেনাবাহিনীতে কর্মরত রয়েছেন। তদুপরি নর, তিনি পলায়নভিত্তিক লাভ করেছেন। বর্তমানে তিনি নাকি একজন ক্যাডেট। স্বরাজ্যে রাই, যা আসলে উপরে মোজরও হতে পারেন। তুলে থেকে ভেবে না, সেনাবাহিনীতে স্বাধিকার ও কলিহুদ্বক অবশ্য অন্যই পদোন্নতি করা হয়ে থাকে।

রাই বোক, অপহরণকারী কেবদোসকে লাভের ইউনিয়নের মাজলং বাজারে সেনা থেকে ৭ বছর বৃদ্ধ মাসের মদ্য করে। সেনা উপরে সেনা গ্রেট না থাকলে, এলাকার ফোকলর অর্থাৎ ঠিকই চিনতে পেরেছেন। (ইউপিডি সেনা সদস্যরা ক্যান্টনমেন্ট কাইডা বের করে সেনা গ্রেট লাগান না)।  
অন্যদল তাদের অসহায়ী সুন্দরমাসের সমস্ত কুল রত না। একল থেকে ৯ বছর আগে তিনি

৭ম পাতায় দেখুন

## সাজেক-এর নন্দরামে এক সেটলার পরিবার পুনর্বাসিত

সাজেক-এর মঙ্গলপুরে সেনা নির্মিত টাইগার ট্রাপ ক্যাম্পের পাশে সেনার এক সেটলার পরিবারকে পুনর্বাসন করেছে।  
তিন ডিলায় চাকমা নামে এক পরিবার পরিবারকে উচ্ছেদ করে তার পরিবার উচ্চ সেনা ক্যাম্প নির্মাণ ও সেটলার পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। তিন ডিলায় চাকমা এই পরিবার ৭৪ বছর আগে বঙ্গবান করে আসছিলেন এবং সেখানে তার কনক বাধান ও বাগিচা রয়েছে। তিনি বর্তমানে পলায়নে গিয়ে পিছেছেন। অন্যদিকে সাজেকের তার তিন কনকে বলে জানা গেছে।

পত্র এটিই মনে সেনার অপর এই পরিবার যদি থেকে থাকে সেনারপূর্বক উচ্ছেদ করে। এজন্য তাদের কেবলমাত্র অভিযানে একল কিংবা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি।  
সাজেক ইউনিয়নে সাজেক বাজার সেটলার পরিবার পুনর্বাসনের বক্তব্য দাওয়ে। তারই মতে বিয়েতে

৭ম পাতায় দেখুন

## নারাইছড়িতে বিডিআর সদস্যদের চাঁদাবাজি

সহিবের চাকমা, নীচিন্দা থেকে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় শীঘ্রিন্দা উপজেলার বাগুছড়া ইউনিয়নের নারাইছড়ি একটি মুন্সি লালক অবস্থান। এ লালককে খেটে-খালিয়া মিশে পলায়ন পালিয়ে গাণীক পাড়াছড়ির বঙ্গবান। বর্তমানে পূর্বে সীমান্ত রক্ষার পড়েছাড়া সেনার নারাইছড়ির মতো একটি অসুস্থক অবস্থায় বিডিআর ক্যাম্প স্থাপন করে। সীমান্ত রক্ষার নামে নারাইছড়িকে নিয়ন্ত্রিত বিডিআর-রা অবস্থান করলেও ১৯৯৮-৯৯ সাল থেকে তারা সীমান্ত রক্ষার নামেই সেনা। তারা এখন নিয়ন্ত্রিত চাঁদাবাজিকেই বলে রয়েছে।  
মাস্তিন নারীকে এলাকা ওলায় যদি টেনে নীচ পাড়ের উপর নিয়ন্ত্রিত টালা আদায় করা সেনা তাদের মর্মে।  
টালার বেহিন মিসি করা আছে। তারা পরিষ্টি গোলা পাশ থেকে ২০ টাকা, পিসিটি লতা থেকে ৫০ টাকা করে নিয়ন্ত্রিত টালা নিচ্ছে। সাজেক সাংগঠনিক বঙ্গ

৭ম পাতায় দেখুন

## খাগড়াছড়িতে সেনারা পিসিপি পোস্টার ছিড়ে দিয়েছে

১৪ আগস্ট রাতে খাগড়াছড়ির পিসিপিদের করে পরামর্শ কার্যকরী পাতার সেনা নির্মিত সেনা ক্যাম্পের সন্যাসী পোষাকের পাহাড়ি ছাড়া পিসিপিদের পোশাক ছিঁড়ে দিয়েছে। পিসিপিদের ৩ পাশে সন্যাসী এই ছাপ পোশাকে থেকে অতিক পিসিপি সেনা কর্মীদের ভুক্তি লাগি করা হয়েছিল।  
পোষাকের ছাড়াও পার্বত্য উন্নয়নের বিভিন্ন স্থানে এই পোশাকটি লাগানো হয়।  
পার্বত্য উন্নয়নে নিয়ন্ত্রিত সেনাবাহিনী ইউপিডিএফ ও তার অসহক সংশোধনের পলায়নিক অবস্থানকে খেটেই নড়া করতে রাষ্ট্র নর। তার বিভিন্ন নামে সন্যাসীদের সন্যাসিক আঁকিয়ে ইচ্ছাকৃত করে থাকে।



সাজেক-এ পাহাড়ি উচ্ছেদের প্রতিবাদে সাজার ২৯ জুলাই ইউপিডিএফ-ভুক্ত পিসিপি, যুব ফোরাম ও এইচ.ডি.এফ-এর সমাবেশ

**সংশোধনী**  
স্বাধিকারের গত সংখ্যায় (৩৩) "সুন্মি বেসবলের বিরুদ্ধে খাগড়াছড়িতে বিশাল সমাবেশ" শিরোনামে প্রথম পৃষ্ঠায় একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত সমাবেশে বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি এডভোকেট জুলান লাল ভৌমিক ও সদস্য জনার্দন বক্তব্য রেখেছিলেন, কিন্তু জুলাজমে রিপোর্টে তাদের নাম আসেনি। এই অসাবধানতাজনিত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।  
-সম্পাদকমন্ডলী

## সাজেক-এ উচ্ছেদ অভিযান কিসের আলামত?

স্বাধিকার বিশেষ সংবাদদাতা  
কাজলং ৪ ৩ জুলাই ৪

জুন মাসের মধ্যভাগ থেকে যখন বিডিআর সদস্যরা সাজেক-এর বিস্তীর্ণ এলাকার পাহাড়ি জুমচাষীদের ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়ে উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছিলেন, তখন স্বাধিকারের একজন বিশেষ প্রতিমিধি সেখানে জনগণের জীবনযাত্রা ও পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য অবস্থান করছিলেন। তিনি বিডিআর কর্তৃক পরিচালিত উচ্ছেদ অভিযান এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের দুর্দশার চিত্র স্বচক্ষে হত্যাক করেন। ঘটনাস্থল সাজেক থেকে তার স্মারিত রিপোর্ট হুবহু ছাপা হলো।

বাখাইছড়ি থানার সাজেক ইউনিয়নে সরকারী বাহিনী ব্যাপকভাবে পাহাড়ি উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে। একে তো এলাকায় খান্দাভাব (বাদ), বর্থাবানলের দিন, তার ওপর জুমের অগাছা লাফ করার (জুম ছুগা) ভরপুর মৌসুম। এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই, বিডিআর সদস্যরা লোকজনের বাড়িঘর আঙনে পুড়ে ছাই করে দিচ্ছে অর্থাৎ ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে। এখন তারা যাবেন কোথায়, যাবেন কি কোন কিছুই কুল-কিনার করতে পারছেন না। অন্যদিকে

ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সাহায্য দেয়া কিংবা সহানুভূতি জানানো দূরের কথা, বরং সরকারী বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কেহ পায়ে হেঁটে, কেহ পাড়ীতে করে, কেহ বা হেলিকপ্টারে চেপে ধবংসভর ঠিকমত চলছে কিনা তা পর্যায়ক্রমে সরেজমিনে দেখে যাচ্ছেন। পুরো এলাকার পাহাড়িদের মনে এখন অনিশ্চয়তা এবং আতঙ্ক বিরাজ করছে।

বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষি বাহিনী বিডিআর-এর ৩২ ব্যাটেলিয়নের সদস্যরা গত জুন মাস থেকে খেবাছড়া, কুইলুই, নিউ লংকর, ওল্ড লংকর, হালিম পুর, মাঝির বাড়ি, দকর এবং শিজক এলাকায় পাহাড়িদের বসত বাড়ি সব ধুসিলাখ করে দিচ্ছে। সম্প্রতি গত ২৩ জুন খেবাছড়ায় ৮টি এবং ২৫ জুন শিজক পাড়ে ৮টি ২দিনে মোট ১৬টি বাড়ি জোরপূর্বক ভেঙ্গে দেয়। তদুপরি কুইলুই ক্যাম্পের বিডিআর-এর সদস্যরা গত এক সপ্তাহে ৩৪টি পাহাড়ি বসত বাড়ি ভেঙ্গে দিয়েছে। উক্ত ৩৪ পরিবারের বাড়ির মালিকরা হলেন (ক) খেবাছড়ার ১, খুলা মনি কার্বারী ২, স্মৃতি চাকমা ৩, গোপাল চন্দ্র চাকমা ৪, বীর কুমার চাকমা ৫, চন্দ্র বিজয় চাকমা ৬, ইন্দু বিকাশ চাকমা ৭, মমন কুমার চাকমা ৮, চিরঞ্জীব চাকমা (খ)কুইলুই পাড়ার ৯, পুত্রক জয় ত্রিপুরা (কার্বারী) ১০, ফুলেন বসন ত্রিপুরা ১১, ওজুম

ত্রিপুরা ১২, ওয়াকিনা ত্রিপুরা ১৩, সূর্যদন ত্রিপুরা ১৪, রিয়াং ত্রিপুরা ১৫, অনঙ্গ ত্রিপুরা ১৬, শশী ভূষণ ত্রিপুরা ১৭, অনঙ্গ মোহন ত্রিপুরা ১৮, হুয়াপা গুসাই (কার্বারী) ১৯, জুয়াসা গুসাই ২০, কুইয়া গুসাই ২১, লইয়া গুসাই ২২, নাকা গুসাই ২৩, মঙ্গল জয় ত্রিপুরা ; (গ) শশী ভূষণ কার্বারী পাড়ার- ২৪, অকরসা ত্রিপুরা ২৫, সান্তা মনি ত্রিপুরা ২৬, মনু রঞ্জন ত্রিপুরা ২৭, সেন কুমার ত্রিপুরা ২৮, অজ কুমার ত্রিপুরা ; (ঘ) সাগটং হেডম্যান পাড়ার-২৯, মুরানা গুসাই (কিমা); (ঙ) বলি কার্বারী পাড়ার- ৩০, সুদর্শন ত্রিপুরা ৩১, কুড়া বৈদ্য ত্রিপুরা ৩২, পক্ষী ত্রিপুরা ৩৩, জগদীশ ত্রিপুরা ও ৩৪, হকিগা ত্রিপুরা। দক্ষয়, হালিমপুর ও শিজক এলাকায় বহু ঘরবাড়ি ভেঙ্গে দেয়াসহ অনেকগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্তদের বিস্তারিত নাম ঠিকানা জানা যায় নি।  
নিউ লংকর এলাকার পাহাড়িরা জানিয়েছেন বিডিআর সদস্যরা তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে তাদের বাড়িগুলো সবুজ কোপ-পাতা দিয়ে ঢেকে লুকিয়ে রাখতে যাতে দেখা না যায়। কেউ দরদী সঙ্গে হয়তো এই পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু পাহাড়িদের বাড়িগুলি কি পাখির বাসা, নাকি চনাচুরের প্যাকেট

৭ম পাতায় দেখুন